বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ ও পরিবার

ইউনিট ১

ভূমিকা

বিশ্বে মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই সমাজ বিদ্যমান। সমাজের প্রাথমিক সংগঠন রূপ হলো পরিবার। প্রকৃতপক্ষে পরিবারেই সমাজের উৎপত্তি। সমাজিক জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার তাগিদে গড়ে উঠেছে পরিবার। কাজেই পরিবার হচ্ছে সর্বসময়ের মানব সমাজের কেন্দ্রস্থল। পরিবার একটি স্থায়ী সামাজিক সংগঠন। যে সংগঠন থেকে মানবজাতি বিকাশ লাভ করেছে এবং সেই সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের কাঠামোতেও পরিবর্তন এসেছে। পরিবারের সাথে থাকে প্রত্যেক মানুষের অকৃত্রিম বন্ধন। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামো অত্যন্ত মজবুত।

এ ইউনিটে আপনারা সমাজ ও পরিবার কাঠামোর সাথে পরিচিতি, পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি এবং পরিবারের উপর যে নানাবিধ সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব দেখা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন। জীবনমুখী কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন। মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সংগতি রেখে পরিবার অব্যাহত গতিতে আবহমান কাল ধরে চলেছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। এ ইউনিটে পরিকল্পিত পরিবার ও পরিবারে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : সমাজ ও পরিবার কাঠামোর সাথে পরিচয়
পাঠ-১.২ : পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি
পাঠ-১.৩ : পরিবারের উপর পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব
পাঠ-১.৪ : পরিকল্পিত পরিবার
পাঠ-১.৫ : শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব

পাঠ-১.১ সমাজ ও পরিবার কাঠামোর সাথে পরিচয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমাজ ও পরিবারের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবারের শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিশুর সুস্থ বিকাশে একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করাই মানুষের ধর্ম। কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে সংঘবদ্ধ হলে সমাজের উদ্ভব ঘটে। সমাজ বলতে এমন এক জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালি বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে এবং একত্রে বসবাস করার ফলে একই মনোভাব প্রকাশ পায়। Aristotle বলেছেন, "যে মানুষ সমাজে বসবাস করে না, সে হয় পশু না হয় দেবতা"। ম্যাকাইভার ও পেজ (Maciver and Page) তাদের 'society' গ্রন্থে বলেছেন যে, "সমাজ হলো আচার এবং কার্যপ্রণালি, কর্তৃত্ব এবং পারস্পরিক সাহায্য দ্বারা পরিচালিত"। সমাজ বিজ্ঞানী গিডিংস (Giddings) বলেছেন, "সাধারণ জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উদ্দেশ্য করে যখন একদল ব্যক্তি একত্রিত বা সংঘবদ্ধ হয় এবং যখন পরস্পর আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদান-প্রদান করে, তখন তারা একটি সমাজ গঠন করে বলা যায়"।

সমাজ মূলত একটি সংগঠন বিশেষ। সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে। সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিথস্ক্রিয়ার ফলেই সামাজিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

পরিবার একটি চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন। মানবজাতির বিকাশ লাভের সাথে সাথে সমাজের অগ্রগতি ও পরিবারের রূপ এবং কাঠামো পরিবর্তিত হয়েছে। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী M. F. Nimkoff তাঁর *Marriage and the Family* নামক গ্রন্থে পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী ও স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে।" সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনই সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলভিত্তি। পরিবার একটি সার্বজনীন স্থায়ী এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একে সামাজিক চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়। তাই মানব সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়ায় পরিবারকে বৃহত্তর সমাজের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান বলে গণ্য করা হয়।

ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, "সন্তান-সন্ততির জন্মদান ও লালন-পালনের নিমিত্তে যৌন সম্পর্ক দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র বর্গকে পরিবার বলে।" সমাজবিজ্ঞানী R. M. Maciver এর মতে, "যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে আমরা জীবনযাপন করি, তার সংগঠিত রূপই সমাজ।"

Edward Westmark এর মতে, "সমাজ হচ্ছে একদল ব্যক্তির সমষ্টি যারা পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনযাপন করে।"

আবার পরিবার কেবল সন্তানদের বিভিন্ন সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ জীবনের বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, রীতি নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, জীবনদর্শনের সঙ্গে সন্তানদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। পারিবারিক জীবনেই মানুষ সর্বপ্রথম সমবায় জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পারিবারিক জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই শিশুর চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সকল বিষয়ের প্রাথমিক শিক্ষা শিশু পারিবারিক জীবন থেকে লাভ করে। এ প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। সুস্থ সামাজিক জীবনের জন্য এবং শিশুর যথার্থ কল্যাণের জন্য পরিবার সমাজের জন্য অপরিহার্য।

পরিবারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Family)

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আকারের মধ্যে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবারের কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পরিবারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। **ক্ষমতার মাত্রা:** ক্ষমতার মাত্রা অনুযায়ী পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. পিতৃপ্রধান পরিবার (Patriarchal Family) - পরিবারের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা যখন পরিবারের বয়স্ক পুরুষের ওপর ন্যস্ত করা হয় তখন তাকে পিতৃপ্রধান পরিবার বলা হয়। আমাদের সমাজে পিতৃপ্রধান পরিবারই লক্ষ্য করা যায়।

খ. মাতৃপ্রধান পরিবার (Matriarchal Family) - যে পরিবারে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা পরিবারের বয়স্ক মেয়েদের ওপর ন্যস্ত থাকে তাকে মাতৃপ্রধান পরিবার বলে। বাংলাদেশে গারো উপজাতিদের মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

২। **স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী:** স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী পরিবারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. একপতি-পত্নিক পরিবার (Monogamy) - একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক নিয়ে যখন পরিবার গঠিত হয় তখন তাকে একপতি-পত্নিক পরিবার বলে। আধুনিক সমাজে এ ধরনের পরিবারই প্রচলিত।

খ. বহুপত্নিক পরিবার (Polygamy) - যখন একজন পুরুষ একের অধিক স্ত্রীলোক নিয়ে সংসার গঠন করে তখন তাকে বহুপত্নিক পরিবার বলে। মুসলিম সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

গ. বহুপতি পরিবার (Polyandry) - যে পরিবারে একজন স্ত্রীলোকের একাধিক স্বামী থাকে তাকে বহুপতি পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবার আজকাল দেখা যায় না।

ঘ. গোষ্ঠী পরিবার (Group Marriage) - দুই বা ততোধিক পুরুষ বা স্ত্রীলোকের একত্রে বসবাসের ভিত্তিতে যে পরিবার গড়ে ওঠে তাকে গোষ্ঠী পরিবার বলে। আদিম সমাজে এ ধরনের পরিবার বিদ্যমান ছিল।

৩। **বাসস্থানের অধিকার অথবা বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান অনুযায়ী:** বাসস্থানের অধিকার অথবা বিবাহোত্তর বাসস্থানের স্থান অনুযায়ী পরিবার চার প্রকার। যথা–

ক. পিতৃবাসস্থান পরিবার (Partiarch Family) - পিতৃবাসস্থান পরিবারে স্ত্রী বিবাহের পর পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর পিতৃগৃহে বসবাস করে এবং স্বামীর গৃহে তার অধিকার গণ্য হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের পরিবার বেশি।

খ. মাতৃবাসস্থান পরিবার (Matriarch Family) - যে পরিবারে স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীর পিতৃগৃহে স্ত্রীসহ বসবাস করে তাকে মাতৃবাসস্থান পরিবার বলে। গাড়ো সমাজে এ ধরনের পরিবার দেখা যায়।

গ. নয়াবাস পরিবার (Neolocal Family) - যে পরিবারে স্বামী-স্ত্রী বিয়ের পর নতুন বাড়িতে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে তাকে নয়াবাস পরিবার বলে। পাশ্চাত্য সমাজে ও বর্তমানে আমাদের দেশেও প্রচুর নয়াবাস পরিবার দেখা যায়।

ঘ. দ্বৈতবাস পরিবার (Duolocal Family) - নবদম্পতি যদি কিছুদিন শ্বশুরবাড়ি এবং কিছুদিন বাবার বাড়িতে বাস করে তবে সে পরিবারকে দ্বৈতবাস পরিবার বলে।

৪। **বংশ মর্যাদা ও উত্তরাধিকার:** বংশ মর্যাদা ও উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. পিতৃসূত্রীয় পরিবার (Patriarchal Family) - যে পরিবারে সন্তানেরা পিতার সম্পত্তি ও বংশমর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে সেই পরিবারকে পিতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। আমাদের সমাজের পরিবার পিতৃসূত্রীয়।

খ. মাতৃসূত্রীয় পরিবার (Matriarchal Family) - যে পরিবারে সন্তানেরা মাতার সম্পত্তি ও বংশমর্যাদা উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে সেই পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলা হয়। গারো সমাজে মাতৃসূত্রীয় পরিবার দেখা যায়।

৫। **পরিবারের আকার অনুযায়ী:** পরিবারের আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন:

ক. একক পরিবার (Nuclear Family) - যে পরিবারে স্বামী তার স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানদের নিয়ে পৃথকভাবে বাস করে তাকে একক পরিবার বলে। বাংলাদেশে শহর অঞ্চলে একক পরিবারের সংখ্যা বেশি দেখা যায়।

খ. যৌথ পরিবার (Joint Family) - যে পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতা, ভাইবোন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি, নিকট আত্মীয়-স্বজন একত্রে বসবাস করে তাকে যৌথ পরিবার বলে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি প্রধান সমাজে যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি। আবার আধুনিক যুগে নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে যৌথ পরিবার ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে।

গ. বর্ধিত পরিবার (Extended Family) - যৌথ পরিবারের একটি বর্ধিত রূপই হলো বর্ধিত পরিবার।

৬। **পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতেঃ** পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ভিত্তিতে পরিবারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক. বহিঃগোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Exogomous Family) - এ ধরনের পরিবারে ব্যক্তিকে অবশ্যই গোত্রের বাইরে বিয়ে করতে হয়।

খ. অন্তঃগোত্র বিবাহভিত্তিক পরিবার (Endogomous Family) - এ ধরনের পরিবারে ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজস্ব গোত্রের মধ্যে বিয়ে করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আমাদের দেশে যে যে ধরনের পরিবার দেখা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করুন।

শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধাসমূহ

আমাদের দেশে একক ও যৌথ দুই ধরনের পরিবারই দেখা যায়। শিশু লালন পালনে একক পরিবারে যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যৌথ পরিবারেও শিশু লালন পালনে সুবিধা-অসুবিধার কথা বাদ দেয়া যায় না।
নিম্নে শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো আলোচনা করা হলো–

একক পরিবারের সুবিধাসমূহ

১। একক পরিবার সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকে তাই মা-বাবা সন্তানকে স্বাধীনতা দিতে পারেন যা সন্তানের মানসিক বিকাশে সহায়তা করে।
২। একক পরিবারে যেহেতু মতামত প্রকাশের প্রাধান্য থাকে তাই মা তার মতো করে উপযুক্তভাবে সন্তানকে গড়ে তুলতে পারেন।
৩। একক পরিবারে সাধারণত ঝগড়া-বিবাদ কম হয় তাই শিশুর মানসিক বিকাশে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না।
৪। একক পরিবারে যেহেতু উপার্জনকারী নিজের পছন্দমতো খরচ করতে পারেন তাই শিশুর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় যা শিশুর সুষ্ঠু বিকাশে সহায়ক।
৫। লোকসংখ্যা কম থাকায় ছেলেমেয়েদের সাথে মা-বাবার সম্পর্ক ভালো থাকে।
৬। একক পরিবারের সন্তানরা বাবা-মাকে সহজেই কাছে পায় যা তাদের বিকাশে সহায়তা করে।
৭। সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশের কারণে সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হয়।
৮। একক পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে যা তাদের বিকাশে সহায়তা করে।

যৌথ পরিবারের সুবিধাসমূহ

১। পরিবারের শিশুরা কোনো সমস্যায় পড়লে সাহায্য করার জন্য সবাই এগিয়ে আসে তাই শিশুদের মধ্যে কোন একাকীত্ব তৈরি হয় না।
২। একত্রে বাস করার ফলে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকে। ফলে শিশুদের লালন-পালনে কোনো সমস্যা হয় না। তাদের বিকাশ ঠিকমতো হয়।
৩। যৌথ পরিবারে সাধারণত সদস্য সংখ্যা বেশি থাকায় শিশুরা কখনো একাকীত্বে ভোগে না। তাই তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
৪। যৌথ পরিবারে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা থাকে ফলে শিশুর চাহিদা পূরণ হয় যা শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক।
৫। যৌথ পরিবারে সন্তানরা বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করতে শেখে।
৬। যৌথ পরিবারে ছেলেমেয়েদের যেকোনো সমস্যায় পরিবারের সকলেই এগিয়ে আসে যা তাদের সামাজিক বিকাশকে সহায়তা করে।
৭। সকলে মিলেমিশে ও কাজ ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয় যা শিশুর সুষ্ঠু বিকাশকে সাহায্য করে।
৮। যৌথ পরিবারের ছেলেমেয়েরা কষ্টসহিষ্ণু ও সহনশীল হয়।

একক পরিবারের অসুবিধাসমূহ

১। বাবা-মা দু'জনে কর্মজীবী হলে শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন-পালনের ভার কাজের লোকের ওপর পড়ে যা শিশুর সুষ্ঠু বিকাশকে ব্যাহত করে।
২। একক পরিবারের শিশুরা সাধারণত স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক হয়।
৩। একক পরিবারের শিশুরা অনেক সময় নিঃসঙ্গতায় ভোগে যা তাদের বিকাশের অন্তরায়।
৪। আয়স্বল্পতার কারণে একক পরিবারে শিশুদের চাহিদা পূরণ হয় না যা তাদের বিকাশকে ব্যাহত করে।
৫। পরিবারে নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তার অভাব দেখা যায়।
৬। বৃদ্ধ বয়সে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হয়। সেবা যত্ন করার কেউ থাকে না।
৭। বিপদে আপদে সাহায্য করার কেউ থাকে না।

যৌথ পরিবারের অসুবিধাসমূহ

১। ব্যক্তিগত সুবিধা না থাকার কারণে অনেক সময় শিশুর অনেক চাহিদা বাদ দিতে হয় যা শিশুর বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
২। যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষ শিশুর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।
৩। যৌথ পরিবারে পরিবার প্রধানের কর্তৃত্বের ফলে শিশু অনেক ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করে।
৪। যৌথ পরিবারে শিশুকে সহায্যকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে শিশুর মধ্যে স্বাবলম্বী মনোভাব গড়ে ওঠে না।
৫। যৌথ পরিবারে সবার ওপর পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব থাকে, যা অন্যান্য সদস্যদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।
৬। পারিবারিক কর্মকান্ডে সকল সদস্যের অবদান সমান হয় না। বেকার ব্যক্তি অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকে। ফলে স্বাবলম্বী মনোভাব গড়ে ওঠে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	একক ও যৌথ পরিবারের সুবিধা-অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে আসছে। সমাজ মূলত একটি সংগঠন বিশেষ। সমাজ হচ্ছে এমন এক জনসমষ্টি যারা একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালি বা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে। আর পরিবার মোটামুটিভাবে স্বামী ও স্ত্রী দ্বারা সৃষ্ট একটি সংঘ যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের আকারের মধ্যে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটতে থাকে। পরিবারের কাঠামো বিশ্লেষণের মাধ্যমেই পরিবারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন উপাদানের ভিত্তিতে পরিবারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো হলো– ক্ষমতার মাত্রা, স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা, বিবাহোত্তর বসবাসের স্থান, বংশ মর্যাদা ও সম্পত্তির উত্তরাধিকার, পরিবারের আকার ও কাঠামো এবং পাত্র-পাত্রী নির্বাচন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিরস্থায়ী সামাজিক সংগঠন কোনটি?
ক) পরিবার খ) সমাজ
গ) জাতি ঘ) রাষ্ট্র

২। বাংলাদেশে কোন উপাজাতিদের মধ্যে মাতৃপ্রধান পরিবারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

ক) সাঁওতাল খ) গারো
গ) চাকমা ঘ) রাখাইন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
আরমান সাহেব চাকরির সুবাদে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে ঢাকায় থাকেন। প্রায়ই শৈশবে চাচাতো ভাই-বোনদের সাথে খেলাধুলা, একসাথে স্কুলে যাওয়া, দাদির কাছে গল্প শোনা, দাদার সাথে মাছ ধরতে যাওয়া ইত্যাদি স্মৃতি তার মনে পড়ে।

৩। আরমান সাহেবের পরিবারটি কোন ধরনের?
ক) একক খ) যৌথ
গ) মাতৃতান্ত্রিক ঘ) মাতৃবাস

৪। অনুচ্ছেদে কোন বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক) একক পরিবারের গুরুত্ব খ) যৌথ পরিবারের ভাঙন
গ) যৌথ পরিবারের অসুবিধা ঘ) পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব

পাঠ-১.২ পরিবারের বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পরিবারের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- পরিবারের কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পরিবারের বৈশিষ্ট্য

পরিবার হচ্ছে আদিম, স্থায়ী ও চিরন্তন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারকে বর্তমান যুগে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা হয়। পরিবারের কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে যার ভিত্তিতে সেই প্রতিষ্ঠানকে আমরা পরিবার বলতে পারি। পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১। **পরিবার একটি ক্ষুদ্র বর্গ:** পরিবারের আকৃতি ক্ষুদ্র। এর সদস্য সংখ্যার যদিও কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই তবে এর আকার বৃহদাকার হয় না। সংগত কারণেই বড় পরিবার বিভক্ত হয়ে ছোট পরিবারে রূপ নেয়।

২। **সদস্য সংখ্যা:** পরিবারের সদস্য সংখ্যা সব সময় যে নির্দিষ্ট সংখ্যক হতে হবে তা নয়। স্বামী-স্ত্রী নিয়ে সংসার গঠিত হয়। এখানে সন্তান থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

৩। **বৈবাহিক সম্পর্ক:** পরিবার বৈবাহিক বন্ধন দিয়ে আবদ্ধ। সন্তান-সন্ততির জন্ম এবং লালন-পালন এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪। **সামাজিক একক:** পরিবার সমাজের একক। সমাজ বহু পরিবারের সমষ্টি। পরিবারের বিস্তৃতি বহুবিধ সামাজিক সংগঠনের কাঠামো রচনা করে। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হলো পরিবার।

৫। **নৈতিক মূল্যবোধ:** স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালোবাসা, শ্রদ্ধাবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধ ও নির্মল চরিত্র গঠন পরিবারের অন্যতম ভিত্তি।

৬। **সর্বজনীনতা:** পরিবারের অস্তিত্ব সার্বজনীন। মানব সভ্যতার বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে পরিবারের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। মানুষ মাত্রই পারিবারিক জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক কথায়, পরিবার হলো মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সার্বজনীন রূপ।

৭। **বংশ সংরক্ষণ:** বংশ সংরক্ষণ পরিবারের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

৮। **গঠনমূলক প্রভাব:** জন্ম থেকে শুরু করে মানুষ পারিবারিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং মানুষের জীবনের, ওপর পরিবারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি। এভাবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি গঠনমূলক মনোভাব গড়ে ওঠে এবং তাদের জীবনের সবক্ষেত্রে এই গঠনমূলক মনোভাবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এতে পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এর মাধ্যমে পরিবারের শিশুদের চরিত্র গঠন হয়।

৯। **আবেগীয় ভিত্তি:** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মায়া-মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি আবেগীয় সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। তারা একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকে।

১০। **পারিবারিক বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতা:** পরিবার গঠনের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য। পারস্পরিক বিশ্বাস যত মজবুত হয় পরিবারের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা তত বেশি বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যরা একে অপরের ওপর দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্য নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতাই তাদের মধ্যে পারস্পরিক স্নেহের বন্ধন ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে।

১১। **পরিবারের স্থায়িত্ব:** পরিবারের স্থায়িত্ব একটি বড় বৈশিষ্ট্য। একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে হলে পরিবারের স্থায়িত্বের প্রয়োজন। মূলত অনেকাংশে পরিবারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। অবশ্য সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সহৃদয়তার মাধ্যমে যেকোনো পরিবার বংশ পরম্পরায় স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে।

১২। **কার্যবন্টন:** একটি আদর্শ পরিবারের বিশেষ কাজ প্রতিটি সদস্যদের মধ্যে কর্মক্ষমতা অনুযায়ী কাজ সুষ্ঠুভাবে ভাগ করে দেওয়া। এতে পরিবারের সংহতি বাড়ে এবং প্রত্যেকে দায়িত্ববান হয়।

১৩। **অর্থনৈতিক একক:** প্রতিটি পরিবার একটি অর্থনৈতিক একক হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি পরিবারেই আয় ও ভোগের নির্দিষ্ট কতগুলো খাত থাকে।

১৪। **ধর্মীয় বিশ্বাস:** পরিবারের সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস বিরাজ করে। সাধারণত একটি পরিবারের সকল সদস্যই একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী হয়।

১৫। **বাসস্থান:** প্রতিটি পরিবারের একটি নির্দিষ্ট বাসস্থান থাকে। পারিবারিক সদস্যরা কাজ শেষে এখানেই মিলিত হয়।

পরিবারের কার্যাবলি

পরিবার একটি ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠন। অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের মত পরিবার সামাজিক চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকম কাজ করে। পরিবারে এমন কতিপয় গরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে বা অত্যন্ত মৌলিক এবং যা সব সমাজেই কম বেশি লক্ষ্য করা যায়। পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের জানতে হবে পরিবার কেন সৃষ্টি হয়েছিল। অতীতে কতগুলো মৌলিক কারণে পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল।

পরিবার সৃষ্টির কারণগুলো হচ্ছে–

- সমাজ ও ধর্ম স্বীকৃত যৌনানুভূতির চাহিদা;
- সন্তান লাভের ইচ্ছা;
- বংশমর্যাদা রক্ষা;
- জীবনের নিরাপত্তা;
- অর্থনৈতিক নিরাপত্তা।

পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনে বিশ্বায়নের ফলে পরিবারের কার্যাবলিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আদিম যুগ ও মধ্যযুগের পরিবারের সাথে বর্তমান পারিবারিক জীবনের কার্যাবলির তুলনা করলে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বর্তমান পরিবারের কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

১। **জৈবিক কাজ (Biological Functions):** জৈবিক চাহিদা মানুষের চিরন্তন। পরিবারের জৈবিক কাজ প্রধানত দু'টি– ক) জৈবিক চাহিদা বজায় রাখা, খ) সন্তান জন্মাদান করা।

২। **মনস্তাত্ত্বিক কাজ (Psychological Functions):** বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও সন্তান লালন-পালনের কাজটি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক কাজ। স্বামী-স্ত্রীর একত্র বসবাস, শিশুর প্রতি পিতামাতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের স্নেহ, ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আদর-যত্ন সবই মনস্তাত্ত্বিক বিষয়। শিশু লালন-পালনের দায়-দায়িত্বের ভিত্তি হলো শিশুর প্রতি মমত্ববোধ। শিশুর পরিচর্যা, শিক্ষা, সামাজিকীকরণ এবং তাকে স্নেহের পরশে লালন-পালনের কাজটি পরিবারই করে থাকে। শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব গঠনে পারিবারিক বন্ধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে।

৩। **নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (Security and Maintenance):** পরিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা পরিবারের অন্যতম প্রধান কাজ। শিশু ও বৃদ্ধরা পরিবারে সবচেয়ে অসহায়। তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পরিবারের সক্ষম সদস্যদের।

৪। **আর্থিক কাজ (Economic Functions):** পরিবারের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা। কৃষিসভ্যতা বিকাশের পর থেকে পরিবারকে নানাবিধ আর্থিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি কাজ পরিবারের সদস্যরাই করে থাকে। এছাড়া কুটির শিল্পের কাজও পরিবারগুলোই করে থাকে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবার হচ্ছে একটি উৎপাদনের একক।

বর্তমানে গ্রামীণ পরিবারগুলো উৎপাদন, আয় এবং ভোগের একক। গ্রামে নারী-পুরুষ মিলে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করে, কুটির শিল্প সামগ্রী তৈরি করে। উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে আয় করে। সেই আয় দ্বারা পরিবার ভোগ্যপণ্য ক্রয় করে জীবন অতিবাহিত করে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সরকার অনেক নিয়ম, নীতি বা আইন-কানুন প্রবর্তন করে। পরিবারকে সেই আইন মেনে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্য সমাধা করতে হয়।

৫। **শিক্ষামূলক কাজ (Educational Functions):** পরিবারের অন্যতম কাজ হচ্ছে সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদান করা। পরিবারই হচ্ছে শিশুর প্রাথমিক পাঠাগার। এখানে অনানুষ্ঠানিকভাবে পিতামাতা শিশুকে শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

৬। **ধর্মীয় শিক্ষাদান (Religious Education):** পরিবারই উপযুক্ত স্থান, যেখানে সন্তানেরা ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে।

৭। **সামাজিকীকরণ (Socialization):** পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে সমাজের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী শিশুকে আচার-আচরণ করার শিক্ষা দেওয়া। শিশু সামাজিক আচার-আচরণ, রীতিনীতি, আদব-কায়দা, সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই লাভ করে।

৮। **রাজনৈতিক কাজ (Political Functions):** পরিবার হচ্ছে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রবিশেষ। পিতামাতা হচ্ছে সে রাষ্ট্রের প্রধান। আর পরিবার নামক এ রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে সন্তানদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

৯। **চিত্তবিনোদনমূলক কাজ (Recreational Functions):** পরিবারে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে অবসরযাপন ও চিত্তবিনোদন। অতীতে পরিবারের সদস্যদের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা পরিবারের মধ্যেই সম্পন্ন হতো। বর্তমানে নানা প্রযুক্তি, পার্ক, বিনোদন কেন্দ্র, ভ্রমণ ইত্যাদি চিত্তকে প্রফুল্ল করে। কিন্তু নিরাপত্তা ও প্রফুল্লতার জন্য আজও পরিবারকেই বড় বিনোদনের কেন্দ্র বা মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়।

১০। **সম্পত্তির উত্তরাধিকার (Inheritance of Property):** পারিবারিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রেই এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রথা সকল সমাজব্যবস্থায় বর্তমান।

১১। **স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Maintenance of Health):** স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সব দায়-দায়িত্ব পালনে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যায় পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি পরিবারের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন তা ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।

সারাংশ

পরিবার ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল সংগঠন। কারণ যে দম্পতিকে কেন্দ্র করে কোন একটি পরিবারের সূচনা হয় তাদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তান-সন্ততিকে কেন্দ্র করে আবার নতুন পরিবারের সৃষ্টি হয়। পরিবারের কতগুলো সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য থাকে। সামাজিক অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত পরিবারের কাজের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু কাজগুলো পরিবারকে পালন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন রূপ–
ক) সমাজ খ) রাষ্ট্র
গ) পরিবার ঘ) ক্লাব

২। সন্তানের জন্মদান পরিবারের কোন ধরনের কাজ?
ক) শিক্ষামূলক কাজ খ) জৈবিক কাজ
গ) ধর্মীয় কাজ ঘ) মনস্তাত্ত্বিক কাজ

৩। ছোট শিশু মায়ের নিবিড় ভালোবাসার মধ্যে কী খুঁজে পায়?
ক) শিক্ষা খ) ধর্ম
গ) নিরাপত্তা ঘ) স্বাস্থ্য

৪। পরিবারের গন্ডিতেই শিশু লাভ করে–
i. নেতৃত্ব
ii. দায়িত্ব-কর্তব্য
iii. নিয়ম-শৃংখলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৩ পরিবারের উপর পরিবর্তনশীল সমাজের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সমাজ পরিবর্তনের কারণ ও পরিবারের উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পরিবার ভাঙনের ফলে সদস্যদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

শিল্পায়ন, নগরায়ন, যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার বর্তমান সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, পরিবার থেকেই সমাজের উৎপত্তি। সামাজিক পরিবর্তন একটি অবিরাম চলমান প্রক্রিয়া। পরিবার সমাজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ পরিবর্তনের ফলে পরিবারের চিরাচরিত গতিধারায় যে পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো হলো–

১। **পরিবারের আকার ও কাঠামোতে পরিবর্তন:** বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ১৫ ভাগ মানুষ নগর সমাজে বসবাস করে যারা মূলত বিভিন্ন পেশায় জড়িত। কিন্তু বর্তমানে জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ ঘর ছাড়ছে। গ্রামীণ মহিলারা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে। ধনী কৃষক পরিবারের মেয়েরাও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছে। ফলে মেয়েদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। নগরায়ণ ও শিল্পায়নের প্রভাবে গ্রামের যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে। সাধারণভাবে পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব মূলত স্বামীর। বর্তমানে অনেক মহিলাই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করেছে। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে গ্রামের স্বামী-স্ত্রীরাও সচেতন হয়ে উঠেছে। ফলে পরিবারের আকার ও কাঠামো ছোট হয়ে আসছে।

২। **বিবাহ পদ্ধতিতে পরিবর্তন:** আগে বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে বংশ মর্যাদা ও পরিবার প্রধানের মতামতকে প্রধান্য দেওয়া হতো। বর্তমানে পাত্র-পাত্রী নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে অথবা বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এসব পরিবর্তন আধুনিক সন্তানেরা সহজেই গ্রহণ করছে। বর্তমান সমাজ আধুনিক প্রয়োজনীয়তা ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে টিভি, মোবাইল ও ইন্টারনেটে যোগাযোগ উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ছে। এতে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে কিন্তু পরিবারের ওপর এর প্রভাব পড়ে মানুষ তার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করছে। একাধিক বিয়ের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে।

৩। **বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা বৃদ্ধি:** ব্যক্তিত্বের সংঘাত, বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার অভাব, মতের অমিল, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কারণে বর্তমান সময়ে পরিবারগুলোতে বিবাহ বিচ্ছেদের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রবণতা উচ্চবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে।

৪। **অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ:** বর্তমানে আমাদের দেশের মেয়েরা অর্থনীতিতে বিশাল অবদান রাখছে। শিক্ষার প্রসার ও সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের মূল্যবোধ পরিবর্তনের সাথে সাথে মহিলারা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। কুসংস্কারের বেড়াজাল পেরিয়ে মেয়েরা আজ উপার্জনের পথ খুঁজে নিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত কৃষিতে মেয়েদের অবদান অবিস্মরণীয়, পোশাক শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ আমাদের দেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দিন দিন নারী উদ্যোক্তার সংখ্যাও বাড়ছে। কুটির শিল্পে বরাবরই মেয়েরা সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

৫। **পারিবারিক কার্যাবলিতে পরিবর্তন:** বর্তমানে পরিবারের অর্থনৈতিক কার্যাবলিতে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কর্মজীবী মহিলার সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। শিশুদের দেখাশোর জন্য অনেক দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অনেক

প্রতিষ্ঠান নিজ কর্মীদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ফলে মায়েরা তাদের শিশুদের দিবাযত্ন কেন্দ্রে রেখে চাকরি করতে পারছেন। যদিও এই ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

৬। **আবাসন পরিকল্পনায় পরিবর্তন:** আবাসন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষণীয়। সামর্থ্যের মধ্যে থাকলেও বাড়ি তৈরির চেয়ে ফ্ল্যাটে বাস করতেই অনেকে নির্ঝঞ্ঝাট ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছে।

৭। **সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন:** তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত প্রসারের ফলে পৃথিবী ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ঘরে বসেই মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কয়েক মুহূর্তেই সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন খবর ছবিসহ আমরা দেখতে পাই। বিদেশে থাকা প্রিয়জনদের সাথে স্কাইপিতে সহজেই কথা বলতে পারছি। তবে অবাধ বাণিজ্যের নেতিবাচক প্রভাবও পরিবারগুলোকে গ্রাস করছে।

৮। **খাদ্য, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা:** বিভিন্ন গৃহস্থালি তৈজসপত্র আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। প্যাকেটজাত গুঁড়া মসলা থেকে শুরু করে নানা উপাদান রান্নার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে। বিভিন্ন সুপারমলে প্রক্রিয়াজাতকৃত করা মাছ, মুরগি, কাটা সবজি পাওয়া যাচ্ছে যা পরিবারের কাজকে অনেক কমিয়ে দিয়েছে।

৯। **ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস:** মানুষের মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সাথে সাথে ভোগ বিলাসিতা বাড়ছে। মানুষ এককভাবে ভোগবাদী হয়ে উঠছে। বাড়ছে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, হানাহানি, হিংস্রতা। ধর্মীয় অনুশাসন দিন দিন কমছে যার প্রভাব পড়ছে পরিবার তথা সমাজের ওপর।

১০। **পারিবারিক মূল্যাবোধের পরিবর্তন:** সামাজিক পরিবর্তনের ফলে পারিবারিক প্রথা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধে পরিবর্তন এসেছে। যৌতুক প্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি সমাজিক সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে, কুসংস্কারে বিশ্বাসের প্রবণতাও কমেছে।

পরিশেষে বলা যায়, যুগের পরিবর্তনে সমাজে যে পরিবর্তন হচ্ছে তার প্রভাব পড়ছে পরিবারের ওপর। তবে পরিবার কাজগুলো সম্পাদনের মাধ্যমে তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখেছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পরিবার জীবনকে করে তুলেছে আধুনিক ও গতিশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন পরিবারের ওপর প্রভাব ফেলে– এ সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন।

পারিবারিক বন্ধন (Familial Bonding)

পারিবারিক বন্ধন হলো পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে তৈরি হওয়া আবেগীয় সম্পর্ক। পারস্পরিক বিশ্বাস, স্নেহ, ভালোবাসা, সম্মান, আস্থা ইত্যাদি হলো পারিবারিক বন্ধনের ভিত্তি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় না হলে পরিবারের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়ে। পারিবারিক বন্ধন শিশুর সার্বিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মূলত শিল্পায়ন, নতুন নতুন নগরায়ন ও বন্দরের পত্তন এবং শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাকরিজীবীদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একক পরিবারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের প্রভাবের ফলে আমাদের দেশে পারিবারিক বন্ধনেও নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা

পরিবারই একমাত্র কেন্দ্রস্থল যেখানে মায়া-মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা, সহানুভূতি লাভ করা যায়। পরিবারের ভালোবাসাই পারে সদস্যদের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে।

১। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের পরস্পরের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থাকতে হবে। একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ থাকতে হবে।

২। পরিবারের সদস্যরা নিজেদের সুখ, দুঃখ এবং কাজগুলো সবার মধ্যে ভাগ করে নেয় ফলে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বাড়ে ও পারিবারিক বন্ধন শক্ত হয়।

৩। পরিবারের বন্ধন অটুট রাখা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা বাবা-মা এবং সন্তানদের কর্তব্য।

৪। বাবা-মাকে ছেলেমেয়েদের সাথে সবসময় বন্ধুর মতো মেশা উচিত। তাদের সব সমস্যার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা উচিত। এতে ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পায় এবং পিতামাতার সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে না। শিশু পরিচালনার ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক শিশুই স্বতন্ত্র। তাদের স্বতন্ত্রতা অনুযায়ী তাদেরকে বুঝতে হবে। শিশুদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক চাহিদারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এইসব মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার মধ্যে রয়েছে ইংরেজি অক্ষরের তিনটি **'A'**।

A = Affection - স্নেহ।

A = Acceptance - স্বীকৃতি।

A = Achievement - সাফল্য।

৫। পারিবারিক বন্ধন টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবারে শুধুমাত্র বড়দের নয় ছোটদেরও দায়িত্ব থাকে।

৬। পরিবারের সদস্যদের উদারতাই পারিবারিক বন্ধনের চাবিকাঠি। পরিবারের সদস্যদের স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা সংসারে অশান্তি ডেকে আনে।

৭। অর্থনৈতিক সংকট আমাদের পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখার বড় অন্তরায়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যই যদি তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করে পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে তবে পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট তেরি হয় না। এতে করে পরিবারে কেউ কারো ওপর নির্ভরশীল হয় না এবং পরিবারের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

৮। পরিবারের যেকোনো সদস্য কোনো খারাপ পথে পরিচালিত হলে তাকে ভালোবাসার মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হবে।

৯। পরিবারের সকল সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্য, সমঝোতামূলক নিবিড় সম্পর্ক পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে, পরিবারে শান্তি বজায় রাখে, সুস্থ ও গতিশীল পারিবারিক জীবন দান করে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের আন্তরিকতা, সহযোগিতাই পারে পারিবারিক বন্ধন অটুট রাখতে।

১০। পরিবারের কোনো সদস্য বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করতে হবে। এর ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আশ্বস্ত হবে।

পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙন এবং শিশুর ওপর এর প্রভাব

পরিবার ভাঙনের ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের ওপরই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুরা, যেমন–

১। বাবা-মার পারিবারিক সম্পর্কে যেখানে সুসম্পর্ক নেই সেখানে শিশু তার স্বাভাবিক মেধা বিকাশে প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে তার বিকাশ সাধন ব্যাহত হয় এবং সে বিপথে পা বাড়ায়।

২। সন্তানের প্রতি বাবা-মার অবহেলা, অনাদরের প্রভাবে সন্তান বাবা-মার প্রতি আস্থাহীন ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

৩। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখেছেন সংসারের অবেহেলিত শিশুরা কীভাবে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পারিবারিক সংকট শিশুর মৌলিক আত্মবিশ্বাস অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে শিশু আস্থা অর্জন করতে পারে না, হীনমন্যতায় ভোগে।

৪। শিশু অসামাজিক হয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৫। পারিবারিক সংকট শিশুকে ভীতু, পরনির্ভরশীল, দায়িত্বহীন ও উদাসীন করে।

৬। পরিবার ভাঙনে কিশোররা হতাশাগ্রস্ত হয়। তাদের মধ্যে অপরাধবোধ দেখা দেয় এবং তারা কিশোর অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

৭। পারিবারিক ভাঙনে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে যখন পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না তখন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হতাশা-দ্বন্দ্ব ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হয়।

৮। পরিবার ভাঙনে তরুণরা হতাশাগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন নেশায় জড়িয়ে পড়ে। তারা চুরি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হয়।

৯। পরিবার ভাঙনে বয়স্করাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বয়স্করা শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে অপরের ওপর নির্ভরশীল থাকে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে তাদের ওপর মনোযোগ কম থাকে এবং তারা অসহায় হয়ে পড়ে।

অতএব, পরিবার ভাঙনের ফলে পরিবারের প্রতিটি সদস্যই কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিবারের প্রতিটি সদস্যর উচিত পারিবারিক ভিত্তি যেন নড়বড়ে না হয়ে যায় সেদিকে সজাগ থাকা।

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিবারিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পরিবারের সদস্যদের করণীয় সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করুন।

সারাংশ

সামাজিক সংগঠনের মধ্যে সংঘটিত রদবদলই সামাজিক পরিবর্তন। অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় অনুশাসন প্রভৃতির মধ্যে পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। পরিবার হচ্ছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার থেকেই সমাজের উৎপত্তি। সমাজের বিভিন্ন রকম পরিবর্তনে পরিবারেরও পরিবর্তন হয়। পরিবার একটি প্রতিষ্ঠান। তাই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে, মানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে সকলের প্রচেষ্টা, আগ্রহ ও সচেতনতা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পরিবার থেকে কীসের উৎপত্তি হয়?

ক) সমাজের খ) রাষ্ট্রের

গ) ধর্মের ঘ) অর্থের

২। পরিবারের ভাঙনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কারা?

ক) নারীরা খ) বৃদ্ধরা

গ) শিশুরা ঘ) সবাই

৩। বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে–

i. নগরায়ণের ফলে

ii. শিক্ষার ফলে

iii. শিল্পায়নের ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কারা শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে অপরের উপর নির্ভরশীল থাকে?

ক) বয়স্করা খ) শিশুরা

গ) নারীরা ঘ) যুবকেরা

পাঠ-১.৪ পরিকল্পিত পরিবার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পরিকল্পিত পরিবারের সুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিশুর মানসিক বিকাশে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা বলতে পারবেন।

পরিকল্পিত পরিবার

পরিকল্পিত পরিবার বলতে বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী, তাদের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা বিচার করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সন্তান গ্রহণ করে একটি সুখী পরিবার গঠনের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। অন্যভাবে জনসংখ্যা হ্রাস করাকে বোঝায়। পরিকল্পিত পরিবারে এমন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় যা দিয়ে একটি সুখী, স্বাস্থ্যবান ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠন করা যায়। অন্যদিকে অপরিকল্পিত পরিবার এর ঠিক বিপরীত। এ ধরনের পরিবারে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না। স্বামীর আর্থিক দিক বিচার করা হয় না, স্ত্রীর শরীর স্বাস্থ্য বিবেচনা না করে একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারটিকে অহেতুক বড় করতে থাকে, যার ফলে অতি সহজেই এ অপরিকল্পিত পরিবারটি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে একটি বড় সমস্যা হযে দাঁড়ায়।

পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ছোট আদর্শ ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা ও তা নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে পরিকল্পিত পরিবারের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যা সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের শতকরা নব্বই ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে এবং কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা ও সামাজিক কুসংস্কারের জন্য এদেশে জনসংখ্যা নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের জাতীয় আয়ের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার হার অনেক বেশি। নিচের সুবিধাগুলো রক্ষার্থে বাংলাদেশে তাই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব

১। **জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধঃ** বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আগামীতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে। তাই পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধ করা আবশ্যক।

২। **খাদ্য ঘাটতি দূর করাঃ** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনীয় খাদ্যোৎপাদন কঠিন হয়ে পড়ে। যার ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত পরিবার গঠন।

৩। **বেকার সমস্যা দূরীকরণঃ** জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে আমাদের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে বহু যুবক বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। এ সমস্যা দূর না করতে পারলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি হুমকির মুখে পড়বে। এ কারণে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণঃ** পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিতকরণ করা সম্ভব। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশাপাশি যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হচ্ছে তা অপরিকল্পিত পরিবারে জনসংখ্যার ভরণপোষণের চাপে ব্যয় হওয়ার কারণে মূলধন পরিমাণমত বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজেই পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

৫। **সামাজিক অনাচার রোধঃ** অপরিকল্পিত পরিবার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পরিবারের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয় না। যার ফলে অপরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হওয়াতে নানা রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, পকেটমার ইত্যাদি অসামাজিক কাজে

লিপ্ত হয়ে সমাজকে ও পরিবারকে কলুষিত করছে। এই অসামাজিক কার্যকলাপ রোধ করতে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬। **মা ও শিশুর স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ:** অপরিকল্পিত পরিবারে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয় যার ফলে সারাজীবন ধুকে ধুকে অপুষ্টিতে জীবন শেষ করে। অধিক সন্তানের কারণে পরিবারে সকল সদস্য তাদের প্রয়োজীয় খাদ্য ও যত্ন থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে পরিবারের সুস্থতা বিনষ্ট হয়। পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

কাজেই আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র অসচ্ছল পরিবারের জন্য নয়, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সব পরিবারের জন্য বর্তমানে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পরিকল্পিত পরিবারে সন্তান পালনের সুবিধা

পরিবারকে আদর্শ, সুখী ও সচ্ছল করার জন্য পরিকল্পিত পরিবারের প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজন বিদিত। পরিবারে পছন্দ অনুযায়ী যদি সন্তান আসে তাহলে তার পরিচর্যায় সাধারণত কোন ত্রুটি থাকে না। সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তার পরিচর্যা আরম্ভ হয়। সুস্থ মা সুস্থ সন্তানের জননী। মার সুস্থতার কারণে সন্তান সুস্থ হিসেবে ভূমিষ্ঠ হয় ও মা নিজেও সন্তানকে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বড় করে তুলতে পারেন। তিনি সন্তানকে সময় দিতে পারেন ও সন্তানের যত্নের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে পারেন। শিশুর প্রয়োজনমত খাদ্য, পোশাক, চিকিৎসা সব মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারের সদস্যরা শিশুর লালন-পালনে অধিক সময় দিতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি সঠিকভাবে হয়ে থাকে। শিশুদের এক্ষেত্রে সব ধরনের প্রয়োজন পরিবার মেটাতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবার আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল হয় বলে শিশু জন্মাবার পর থেকে তার সব চাহিদা মা-বাবা পূরণ করতে পারেন। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুর মানসিক বিকাশ ও সুস্থতার জন্য নানা ধরনের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়। যার ফলে শিশু-মানসিক ভাবে সুস্থ ও ভাল থাকে, হাসিখুশি থাকে। শিশু এক অনাবিল স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালোবাসার মধ্যে এক সুন্দর পরিবেশে বড় হয়। শিশু শৈশবকাল থেকে উপযুক্ত স্নেহ-মায়া-মমতায় বড় হয় বলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ভাল হয়। পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সামগ্রী তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে শিশু ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা

পরিকল্পনা ছাড়া কোনো কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কাজের জন্যই সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। পরিকল্পিত পরিবারে আয় অনুযায়ী সন্তানের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা করা হয়। এ ধরনের পরিবারে আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত হওয়া প্রয়োজন তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ পরিকল্পনার ভিত্তিতে গঠিত পরিবারকে পরিকল্পিত পরিবার বলে। পরিবারের সন্তানদের উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার ওপরই পরিবারের সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। বাবা-মার সচেতন পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা সম্ভব। এ ধরনের পরিবারেই মা ও সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আহার ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা সম্ভব। একজন সুস্থ মায়ের গর্ভে সুস্থ সন্তান জন্ম নিতে পারে এবং জন্মের পর উপযুক্ত আদর যত্নে সুষ্ঠুভাবে লালিত পালিত হতে পারে।

শিশুর শারীরিক বিকাশ

শিশুর শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবার বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বলতে বয়স অনুয়ায়ী তার দেহের গঠন, ওজন ও উচ্চতাকে বোঝায়। শিশুর এই দৈহিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি তথা শারীরিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা হলো–

১। ঘন ঘন সন্তান গ্রহণ করার পরিবর্তে পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দেয়ার কারণে মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আর একজন সুস্থ মা-ই সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে পারেন।

২। পরিকল্পিত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা সীমিত থাকে বলে প্রত্যেকের জন্য চাহিদামতো সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। ফলে শিশুর শারীরিক বিকাশ যথাযথ হয়।

৩। সন্তান সংখ্যা সীমিত থাকায় পরিকল্পিত পরিবারের সন্তানেরা বাবা-মায়ের প্রয়োজনীয় যত্ন ও পরিচর্যা পায়। ফলে শিশুর সুস্থ জীবনযাপন সহজ হয়।

৪। শিশুর শারীরিক বিকাশে খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করা সহজ হয়। বাবা-মা শিশুকে খেলনা সামগ্রী কিনে দিতে পারেন, পর্যাপ্ত সময় ও খেলায় উৎসাহ দিতে পারেন।

৫। পরিকল্পিত পরিবারে সকল ব্যাপারে সুব্যবস্থাপনা থাকে। ফলে শিশুর অযত্ন ও অবহেলা হয় না এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। এ কারণে পরিকল্পিত পরিবারের শিশুরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

৬। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা করা হয় বলে পরিকল্পিত পরিবারে শিশু অসুস্থ হলেও সহজেই চিকিৎসাসেবা পায়।

৭। মায়ের বয়স বিবেচনা করে পরিবার পরিকল্পনা করা হয় বলে পরিকল্পিত পরিবারে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা কম থাকে। কেননা, মা অধিক বয়সে সন্তান ধারণ করলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেয়, শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার সন্তান ধারণে মায়ের কম বয়সও মা ও শিশুর জন্য হুমকিস্বরূপ।

অপরিকল্পিত পরিবারে উপযুক্ত সেবা ও যত্নের অভাবে যে সন্তান বড় হয় সে কখনও সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। শারীরিকভাবে এ সমস্ত সন্তান দুর্বল থাকায় তারা দেশের বা জনগণের কোনো উপকারে আসে না বরং তারা পরিবার ও দেশের বোঝাস্বরূপ।

শিশুর মানসিক বিকাশ

বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে মানসিক বিকাশের ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটে। মানসিক বিকাশ সুষ্ঠু হলে শিশু পরিবেশের সাথে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে ও নিরাপদ বোধ করে। ফলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটে। পরিবারের সুখ, শান্তি, সাফল্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে হলে অবশ্যই পরিকল্পিত পরিবারের প্রয়োজন।

শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত পরিবারের ভূমিকা

১। পরিকল্পিত পরিবারের পারিবারিক পরিবেশ শিশুর মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়।

২। পরিকল্পিত পরিবারে পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে, বিশেষত বাবা-মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে যা শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩। সন্তান সংখ্যা সীমিত থাকায় পরিকল্পিত পরিবারের সন্তানেরা বাবা-মায়ের প্রয়োজনীয় যত্ন ও পরিচর্যা পায়। ফলে শিশুর সুস্থ জীবনাযাপন সহজ হয়।

৪। শিশুর শারীরিক বিকাশে খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিকল্পিত পরিবারে শিশুদের জন্য খেলাধুলার ব্যবস্থা করা সহজ হয়। বাবা-মা শিশুকে খেলনা সামগ্রী কিনে দিতে পারেন, পর্যাপ্ত সময় ও খেলায় উৎসাহ দিতে পারেন।

৫। পরিকল্পিত পরিবারে সকল ব্যাপারে সুব্যবস্থাপনা থাকে। ফলে শিশুর অযত্ন ও অবেহেলা হয় না এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কম থাকে। এ কারণে পরিকল্পিত পরিবারের শিশুরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

৬। আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা করা হয় বলে পরিকল্পিত পরিবারে শিশু অসুস্থ হলেও সহজেই চিকিৎসা সেবা পায়।

৭। মায়ের বয়স বিবেচনা করে পরিবার পরিকল্পনা করা হয় বলে পরিকল্পিত পরিবারে শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশু জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা কম থাকে। কেননা, মা অধিক বয়সে সন্তান ধারণ করলে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দেয়, শিশু প্রতিবন্ধী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার সন্তান ধারণে মায়ের কম বয়সও মা ও শিশুর জন্য হুমকিস্বরূপ।

৮। পরিকল্পিত পরিবারের শিশুদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ হয়। উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়ক।

৯। পরিকল্পিত পরিবারে প্রয়োজনীয় চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। ফলে শিশু মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকে।

১০। পরিকল্পিত পরিবারে বাবা-মা ও শিশুর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে। ফলে শিশুরা আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে।

১১। পরিকল্পিত পরিবারের পারিবারিক উৎসাহ শিশুদের সৃজনশীল কাজ ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক হয়।

এভাবে, পরিকল্পিত পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় এবং ভবিষ্যতে দেশের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পরিকল্পিত পরিবারের সুবিধাসমূহ সম্পর্কে স্লোগান তৈরি করুন।

সারাংশ

একটি আদর্শ ও সুখী পরিবার গঠনে পরিকল্পিত পরিবার-এর কোন বিকল্প নাই। পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমে দেশের বিশাল জনসংখ্যা রোধ করা সম্ভব। তা না হলে দেশের জন্য মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি হবে। পরিকল্পিত পরিবার গঠনের মাধ্যমে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভব। ভবিষ্যত প্রজন্মের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মানসিক, দৈহিক ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন ধরনের পরিবার জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে?

ক) পরিকল্পিত পরিবার খ) পিতৃপ্রধান পরিবার

গ) মাতৃপ্রধান পরিবার ঘ) যৌথ পরিবার

২। পরিকল্পিত পরিবারে বেশি থাকে–

i. মায়া-মমতা

ii. আন্তরিকতা

iii. মর্যাদাবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। পরিকল্পিত পরিবারে একটি শিশুর বিকাশ ঘটে–

i. বুদ্ধিমত্তায়

ii. চিন্তাশক্তিতে

iii. কল্পনাশক্তিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.৫ শিশুর বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- শিশুর বিকাশ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিশুর সার্বিক বিকাশে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অপরিমেয় প্রাণ-প্রাচুর্য, বুদ্ধির কলা-কৌশল, নিত্যনতুন উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষ সৃষ্টির আদিকাল থেকে নানা রকম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে আসছে। ক্রমাগত অনুশীলন, পরীক্ষণ ও উন্নয়নের প্রয়াসে মানুষ প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। প্রগতির এই অগ্রযাত্রার পেছনে রয়েছে তার শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশের সুসমন্বয়। শৈশব, প্রাক-কৈশোর, কৈশোর, বয়ঃসন্ধিকাল মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কতগুলো গুণ ও শক্তি অর্জন করে নিতে হয়। সহজাত প্রবৃত্তি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ গুণের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে যদি পারে তবেই সে সমাজের আর দশ জন বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম হয়। কাজেই জন্ম থেকে শুরু করে মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিভিন্ন পর্যায়ের যে বিকাশ সাধিত হয়-যা তাকে সমাজে স্বাভাবিক আচরণে, সুস্থ জীবনযাপনে অন্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে সাহায্য করে, এরূপ বিকাশই হচ্ছে শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ।

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এবং ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে, শিশুর জীবনে তা প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বাবা-মা আত্মীয়স্বজন পরিবৃত পারিবারিক পরিবেশ শিশুর ক্রমবর্ধমান মন-মানসের ওপর ধীরে ধীরে রেখাপাত করে এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করে। একটি সুন্দর, সহানুভূতিশীল মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন সুস্থ পরিবেশ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য অন্যতম অনুকূল পরিবেশ। পরিণত জীবনে অপসংহতির মূলে থাকে শিশুকালের তিক্ত অবহেলা ও অভিজ্ঞতা। যেসব বাবা-মা সন্তানদের অতিরিক্ত রক্ষণশীলতার ভেতর দিয়ে লালন করেন বা স্নেহ ভালবাসায় অন্ধ হয়ে অতিমাত্রায় প্রশ্রয় দেন তাদের সন্তানদের মধ্যে জেদি মনোভাব, একগুয়েমি, অসামাজিক আচরণ দেখা যায়। মনোবিজ্ঞানী ফ্লুগেল বলেছেন, যেসব বাবা-মা তাদের ছেলেমেয়েদের কঠোর শাসন ও অতিমাত্রায় সাবধানতার মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্রোহী ও অসহনীয় হয়ে ওঠে। সাধারণত দেখা যায় যেসব শিশু পরিণত জীবনে সাফল্য অর্জন করে তাদের ছেলেবেলায় পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় ছিল এবং তাদের সাথে বাবা-মার সম্পর্ক মধুর ও সমঝোতাপূর্ণ ছিল।

নিয়মনীতির অনুশাসনে মায়ামমতাহীন পরিবারে বাড়ন্ত শিশুর মনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, স্নেহ পরিচর্যা যেমন শিশুর সহজাত বৃদ্ধির বিকাশে সাহায্য করে, মেধাবী ও প্রাণবন্ত শিশু পারিবারিক স্বীকৃতি ও স্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে তেমনি হয় দুর্বিনীত ও মেরুদন্ডহীন পুরুষ। বাবা-মার পারিবারিক সম্পর্কে যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য নেই সেখানে শিশু তার স্বাভাবিক গুণ বিকাশে প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হয় ফলে তার বিকাশসাধন ব্যাহত হয় এবং সে বিপথে পা বাড়ায়। সন্তানের প্রতি বাবা-মার অবহেলা, অনাদর বা অতিরিক্ত দমননীতির প্রভাবে সন্তান বাবা-মার প্রতি আস্থাহীন ও অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে। আধুনিক অনেক মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখেছেন সংসারে অবহেলিত শিশুরা কীভাবে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যেহেতু শিশুর প্রথম পরিবেশই হচ্ছে তার গৃহ পরিবেশ কাজেই পরবর্তী জীবনে এই গৃহ পরিবেশের সুশৃঙ্খলিত পরিবেশ তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠনের অন্যতম হাতিয়ার। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য গৃহপরিবেশের বাইরে শিক্ষাঙ্গনে আসে। তখন সে পরিবেশও তাকে প্রভাবিত করে। তথাপি তার জীবনের প্রথম পরিবেশের ছাপ তার চলাফেরায়, কথাবার্তায়, ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ও মনোজগতে গভীর রেখাপাত করতে থাকে।

শিশু জন্মগ্রহণের পর পরই বাবা-মার সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে নবজাত শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করার মধ্য দিয়ে মায়ের সঙ্গে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে। ধীরে ধীরে যখন সে বড় হতে থাকে তখন অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে যেমন- খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো, পোশাক-পরিচ্ছদ পাল্টানো, আদর স্নেহ ভালবাসা, ঘুম পাড়ানির গান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাবা-মার সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে শিশু বাবা-মার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার

কোনো অসুবিধা হলে সামান্যতেই মাকে কাছে পেতে চায়। শিশু যখন ক্রমে ক্রমে বড় হতে থাকে তখন বাবা-মা ছাড়াও পরিবারের অন্য সদস্য যেমন ভাই-বোন দাদা-দাদি, নানা-নানির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সবার ভেতরে সে একটা স্থান করে নেয়। প্রতিটি পরিবারে বিশেষ করে বাবা-মাকে শিশুরা আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে মনে করে ও পেতে চায়। এক্ষেত্রে বাবা-মার পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল না হলে শিশু মানসিকভাবে হোঁচট খায় এবং ধীরে ধীরে সে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং ক্রমশ বাবা-মার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কাজেই পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেসমস্ত পরিবারে পিতা-মাতা নিজেদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকেন, শিশুদের সময় দেন না সেসমস্ত শিশুরা প্রায় সময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বর্তমানে যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বাবা মা উভয়েই কর্মস্থলে যান, একক পরিবারে ছোট্ট শিশুটি থাকে গৃহ ভৃত্যের কাছে। দীর্ঘ সময় তাদের অনুপস্থিতি শিশু-মনকে দলিত, মথিত করতে থাকে। শিশু-মনের উপর দারুণ সমঝোতার অভাব দেখা যায়। যখন গৃহকর্ত্রী ঘরে বাইরে একাই সবটা সামাল দেন, সেসব শিশুদের মানসিকভাবে ও স্বাস্থ্যগত সমস্যায় পড়তে দেখা যায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ও বিশেষত আমাদের বাংলাদেশে এ সমস্ত শিশুদের দীর্ঘ সময় সাহচার্য ও সান্নিধ্যের জন্য সেধরনের খুব কমই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা পরিবার এবং শিশুকে নিরাপত্তা দিতে পারে।

শিশু যখন তার বাবা-মার সাথে নিজেকে এক করে ভাবে তখন তার মধ্যে অধিসত্তার জন্ম হয় এবং এ সময় যদি বাবা-মার কাছ থেকে সে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্নেহ ভালবাসা পায় তার আত্মবোধ দৃঢ় হয়। ৭/৮ বছরের ছেলেরা বাবাকে অনুসরণ করে। এতে তাদের ভেতর অবচেতন মনের অনেক দ্বন্দ্ব দূর হয়। বাবা ও ছেলের সম্পর্ক যদি সুন্দর না হয় তাহলে ছেলে বাবাকে অনুসরণ করতে চায় না। শিশুর সামাজিক বিকাশে সে পরিবারের বাইরে আকৃষ্ট হয় এবং বাবা-মার সঙ্গে সম্পর্কের অবণতি ঘটলে শিশু বাবা মাকে সমালোচনা করে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতকে বেশি গুরুত্ব দেয়। বাবা-মা তার প্রতি কঠোর আচরণ ও মনোভাব প্রকাশ করলে তার প্রতিফলন তার ছোট ভাইবোনের ওপর পড়ে। বিভিন্ন পরিবারে শিশুদের সঙ্গে বাবা মার পরিচালনা ও সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের হওয়াতে ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রেও শিশুদের বিভিন্ন ধরনের আচরণে তা প্রকাশ ঘটে। কাজেই নির্মল, নিষ্পাপ শিশুর কোমল কচি মনে শৈশব জীবনের মধুরতম স্মৃতি বা তিক্ত অভিজ্ঞতা তার পরবর্তী জীবনের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। শিশুরা অজান্তেই ভাল-মন্দের অভিব্যক্তি ঘটাতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিশুর বিকাশে মা-বাবার সাথে সম্পর্কের ধরন কেমন হওয়া উচিত বলে মনে করেন- ব্যাখ্যা করুন।

সারাংশ

শিশুর জন্ম মুহূর্তে বা তার পরপরই কোনো শিশু তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে স্থানচ্যুত হলে পরবর্তী জীবনের নতুন পরিবেশে লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন শিশুর জীবনে দেখা দেয় এবং শৈশবের পিতা-মাতার সঙ্গে শিশুর তিক্ত বা মধুর সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ও প্রতিফলন তার সমগ্র সত্তার বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ কাকে বলে?
- ক) শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে
- খ) শিশুর আবেগিক বিকাশকে
- গ) শিশুর সামাজিক ও মানসিক বিকাশকে
- ঘ) শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগিক বিকাশকে

২। যেসব শিশু কঠোর শাসনে বড় হয়, সেসব শিশু কেমন হয়?
- ক) নমনীয়
- খ) একগুয়েমী স্বভাবের
- গ) বিদ্রোহী
- ঘ) উদার প্রকৃতির

৩। যেসব শিশু সামাজিক ও পরিণত জীবনে সাফল্য অর্জন করে তাদের পারিবারিক জীবন সাধারণত কেমন?
- ক) অত্যন্ত কঠোর থাকে
- খ) পারিবারিক স্বাচ্ছদ্যের অভাব থাকে
- গ) পারিবারিক জীবন অত্যন্ত সুখময় থাকে
- ঘ) বাবা-মার স্নেহ ভালবাসার অফুরন্ত প্রশ্রয় থাকে

চূড়ান্ড় মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাজীব ও রোকেয়া দম্পতি পেশাগত কাজে খুব ব্যস্ত থাকেন। প্রায়ই তাদের অফিসের কাজে ট্যুরে যেতে হয়। এজন্য তাদের ১০ বছর বয়সী একমাত্র সন্তান রোহানকে হোস্টেলে রেখে পড়ালেখা করান। রোহান ছুটিতে বাড়ি আসার জন্য অস্থির হয়ে থাকে। রোহানের নানি বলেন, "রাজীব, রোকেয়া এবং রোহান - তিনজনই জীবনের কিছু সুন্দর সময় ও অনুভূতি হারিয়ে ফেলছে।"

ক) পরিবার বলতে কী বোঝায়?

খ) পরিবারের মাধ্যমে শিশু কীভাবে সামাজিকতা শেখে?

গ) উদ্দীপকের আলোকে এ পরিবারটির উপর পরিবর্তনশীল সমাজের কোন কোন ধরনের প্রভাব পড়েছে-বুঝিয়ে দিন।

ঘ) উদ্দীপকে রোহানের নানির উক্তিটির তাৎপর্য আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। একক পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লিখুন।

২। যৌথ পরিবারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ বর্ণনা করুন।

৩। পরিবারের ভাঙনে শিশুর উপর প্রভাব বর্ণনা করুন।

৪। পরিকল্পিত পরিবারের গুরুত্ব কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ধরনের পরিবার কাঠামোর বর্ণনা দিন।

২। পরিবারের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। পরিবারের কার্যাবলি বর্ণনা করুন।

৪। পরিবারের উপর আধুনিক সমাজের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ : ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ : ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৫ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ